মাঠে - ময়দানে

কোপায় জয়ী

স্পেনের ঘরোয়া প্রতিযোগিতা কোপা ডেল রে'তে আলবাক্টেকে ৩-২ গোলে হারাল ওসাসুনা।

কোপায় ড্র

ব্রাজিলের ঘরোয়া প্রতিযোগিতা কোপা ডে ব্রাজিলে ফ্রেমিঙ্গোর সঙ্গে ১-১ গোলে ড্র করল ক্রুজেইরো।

স্বদেশি স্টিফেন্সের কাছে হেরে বিদায় ভেনাসের, ফাইনালে উঠলেন কিজ

প্রথমবার কোনও গ্র্যান্ডস্ল্যামের ফাইনালে উঠে উচ্ছ্বসিত আমেরিকার দুই টেনিস তারকা স্লোয়ান স্টিফেন্স ও ম্যাডিসন কিজ।

নিউ ইয়র্ক, ৮ সেপ্টেম্বর: ইউএস ওপেনে ইন্দ্রপতন অব্যাহত। এবার মেয়েদের সিঙ্গেলসে সেমিফাইনালে হেরে গেলেন সাতবারের গ্র্যান্ডস্ল্যাম জয়ী টেনিস তারকা ভেনাস উইলিয়ামস।

ইউএস ওপেনে মেয়েদের বিভাগে যে কোনও মার্কিন তারকাই চ্যাম্পিয়ন হবে তা নিশ্চিত হয়ে গিয়েছিল আগেই। কারণ সেমিফাইনালে পৌঁছানো চার তারকা ভেনাস উইলিয়ামস, স্লোয়ান স্টিফেন্স, ম্যাডিসন কিজ ও কোকো ভ্যান্ডওয়েঘ, প্রত্যেকেই মার্কিন নাগরিক। প্রথম সেমিফাইনালে মুখোমুখি হয়েছিলেন কিজ ও কোকো। ৬৬ মিনিটের লড়াই শেষে কিজ জিতলেন ৬-১, ৬-২ সেটে। ম্যাচ জেতার পর তিনি জানিয়েছেন, 'আমি জানতাম এখানে আমাকে জিততেই হবে। ফলে ফাইনালে আসতে পেরে আমি বেশ খুশি।' গত বছর ফ্রেঞ্চ ওপেনে চোট পেয়ে প্রায় ১০ মাস কোর্টের বাইরে কাটাতে হয়েছে কিজকে। ফলে ফ্লাশিং মিডোয় ফাইনাল খেলতে পেরে খুশি টুর্নামেন্টের ১৫ নম্বর বাছাই কিজ।

তবে এদিন সকলের নজর ছিল স্টিফেন্স বনাম উইলিয়ামস ম্যাচের দিকে। বহু বছর ধরে ডাব্লুটিএ টুর্নামেন্টগুলিতে আমেরিকার নাম উজ্জ্বল করে এসেছেন দুই উইলিয়ামস বোন ভেনাস এবং সেরেনা। কয়েকবছর আগেও স্টিফেন্সকে বলা হত এই দুই বোনের যোগ্য উত্তরসূরি। কিন্তু চোটের জন্য হারিয়ে গিয়েছিলেন এই মার্কিন টেনিস তারকা। এমনকি বাঁ পায়ের অস্ত্রোপচার হওয়ায় প্রায় ১১ মাস কোর্টের বাইরে কাটাতে হয়েছে স্টিফেন্সকে। এবছর জুলাই মাসেই কোর্টে প্রত্যাবর্তন ঘটেছে তাঁর। আর সেই স্টিফেন্সই হারিয়ে দিয়েছেন সাতবারের গ্র্যান্ডস্ল্যাম জয়ী ভেনাসকে। এদিন প্রথম সেট সহজেই জিতে নেন স্টিফেন্স। ম্যাচের ফল ছিল তাঁর পক্ষে ৬-১। দ্বিতীয় সেটে ব্যাপকভাবে প্রত্যাবর্তন ঘটান ভেনাস। বয়স ও অভিজ্ঞতায় অনেকটাই ছোট স্টিফেন্সকে দাঁড়াতেই দেননি তিনি। ম্যাচ জিতে নেন ৬-০ পয়েন্টে। ফলে তৃতীয় সেট নিয়ে চূড়ান্ত উত্তেজনা ছিল দর্শকদের মধ্যে। দারুণ লড়াই করে শেষ পর্যন্ত ৭-৫ পয়েন্টে ম্যাচ জিতে নেন স্টিফেন্স। এই ম্যাচ জেতার পর তিনি জানিয়েছেন, 'গ্র্যান্ডস্ল্যামের ফাইনালে উঠতে পেরে আমি বেশ খুশি। তার উপর সেটা অঅমার নিজের শহরে হওয়ায় আনন্দ আরও বেড়ে গেছে। আমার মনে হয় এটা যে কোনও টেনিস খেলোয়াড়ের অন্যতম প্রধান লক্ষ্য।' তিনি আরও জানিয়েছে, 'আমার মানসিক অবস্থা ভাষায় প্রকাশ করা সম্ভব নয়। এটা অসাধারণ অনুভূতি। আমি জানি না কিভাবে এটা সম্ভব হল। আপনাদের মতো আমিও কিছু ধারণা করতে পারছি না। একমাত্র করা পরিশ্রমের মাধ্যমেই এটা করা সম্ভব বলে মনে হয়।' দু'মাস আগেও খেলার মতো পরিস্থিতিতেও ছিলেন না স্টিফেন্স। যার ফলে তাঁর র্যাঙ্কিং পৌঁছে গিয়েছিল ৯৫৭ তে। কিন্তু চোট কাটিয়ে কোর্টে ফিরে দ্রুত উন্নতি করেছে তিনি। নিজের শেষ ১৬টি ম্যাচের মধ্যে ১৪টিতেই জিতেছেন এই মার্কিন টেনিস তারকা। অবশ্য টরেন্টো ও সিনসিনাটিতে সেমিফাইনাল থেকেই বিদায় নিতে হয়েছিল তাকে।

এমনিতে কিজ ও স্টিফেন্সের সম্পর্ক খুবই ভালো। দুজনেই আমেরিকার ফেডারেশন কাপের দলের সদস্য। পাশাপাশি দুজনেই খুব ভালো বন্ধু। কাকতালিয়ভাবে এটাই দুই বন্ধুর প্রথম গ্র্যান্ডস্ল্যাম ফাইনাল। বন্ধু হলেও প্রতিপক্ষকে একটুও জায়গা ছাড়তে রাজি নন কেউই। স্টিফেন্স নিয়ে কিজের বক্তব্য, 'স্লোয়ান এখন একদম নতুন মানুষ। ও কোর্টে ফিরতে পেরে বেশ খুশি। আমিও ইউএস ওপেনের মতো টুর্নামেন্টের ফাইনালে ওর মতো প্রতিপক্ষ পেয়ে খুশি।' ২০১৫ সালে মায়ামিতে মুখোমুখি হয়েছিলেন কিজ ও স্টিফেন্স। সে ম্যাচে অবশ্য বন্ধুর কাছে হারতে হয়েছিল কিজকে।

সাম্প্রতিক সালের মধ্যে স্টিফেন্সই সবচেয়ে বেশি র্যাঙ্কিংয়ে থাকা খেলোয়াড় যিনি কোনও গ্র্যান্ডস্ল্যামের ফাইনাল খেলতে চলেছে। আপাতত ৮৩ নম্বরে থাকা এই তারকার আগে রয়েছেন জাস্টিন এনা আর্দেন, ২০১০ সালে অস্ট্রেলিয়ান ওপেনে ফাইনাল খেলেছিলেন তিনি। আর অবাছাই হিসাবে ইউএস ওপেন জেতার যে রেকর্ড ২০০৯ সালে গড়েছিলেন কিম ক্লিস্টারস, তা স্পর্শ করার থেকে মাত্র একধাপ দূরে রয়েছেন স্টিফেন্স।

২০০২ সালে শেষবার মেয়েদের বিভাগে অল আমেরিকান ফাইনাল দেখেছিল টেনিস বিশ্ব। সেবার মুখোমুখি হয়েছিলেন ভেনাস ও সেরেনা। তারপর অবশ্য আর কোনওদিন ফাইনাল খেলতে পারেননি দিদি ভেনাস। এবার ফাইনালে উঠলে সবচেয়ে বেশি বয়সে ইউএস ওপেনের খেতাবি লড়াইয়ে নামার নতুন রেকর্ড গড়তেন তিনি। কিন্তু সারা ম্যাচে করা ৫১টি আনফোর্সড এররকে টপকে ফাইনাল খেলতে পারলেন না ৩৭ বছর বয়সী এই তারকা। ম্যাচ হেরে ভেনাস জানিয়েছেন, 'ম্যাচটায় বেশ কঠিন লড়াই হয়েছে। শেষ পর্যন্ত ও আমার থেকে বেশি পয়েন্ট জিতেছে। এটাই পার্থক্য গড়ে দিয়েছে। আমি অনেক ভুল করেছি। আমি ভাল খেলছিলাম না। এটাই আমার হারের একমাত্র কারণ।' এদিন হারলেও বিশ্ব র্যাঙ্কিংয়ের প্রথম পাঁচে চলে আসবেন ভেনাস। ২০১১ সালের পর এই প্রথম র্যাঙ্কিংয়ে এতটা এগোবেন তিনি। অন্যদিকে, ফাইনাল জিতলেও র্যাঙ্কিংয়ে খুব একটা এগোনোর সম্ভাবনা নেই দুই মার্কিন তারকা স্টিফেন্স এবং কিজের।

ফাইনালে সানিয়ারা

নিউ ইয়র্ক, ৮ সেপ্টেম্বর: ইউএস ওপেনে মেয়েদের ডাবলসে ফাইনালে পৌঁছে গেলেন ভারতীয় টেনিস সুন্দরী সানিয়া মির্জা। চিনের সুয়াই পেংকে সঙ্গে নিয়ে স্ট্রেট সেটে তিনি উড়িয়ে দিলেন টিমিয়া বাবোস ও আন্দ্রেয়া হ্লাভাকোভা জুটিকে। ম্যাচের ফল ইন্দো-চাইনিজ জুটির পক্ষে ৭-৬ (৭-৫), ৬-৪।

এবছর গ্র্যান্ডস্ল্যামে খুব একটা নজর কাড়তে পারেনি ডাবলস স্পেশালিস্ট সানিয়া। অস্ট্রেলিয়ান ওপেনে তৃতীয় রাউন্ডের ম্যাচে হেরে বিদায় নিয়েছিলেন তিনি। উইম্বলডনেও হারতে হয়েছিল একই সময়ে। আর ফরাসি ওপেনে প্রথম রাউন্ডেই বিদায় নেন সানিয়া। ফলে বছরের শেষ গ্র্যান্ডস্ল্যামে ভাল ফল করতে মরিয়া ছিলেন তিনি। কোয়ার্টার ফাইনালে টিমিয়া-আন্দ্রেয়ার হাঙ্গেরিয়ান-চেক জুটিকে হারাতে অবশ্য ১ ঘণ্টা ৫৬ মিনিট সময় নিলেন সানিয়া ও তাঁর সঙ্গী পেং। সেমিফাইনালে নিজের পুরনো সঙ্গী তথা টুর্নামেন্টের দ্বিতীয় বাছাই মার্টিনা হিঙ্গিস এবং তাঁর বর্তমান সঙ্গী উং-জান চ্যানের মুখোমুখি হবেন সানিয়ারা। এই জুটির কাছেই হেরেই উইম্বলডন থেকে বিদায় নিয়েছিলেন সানিয়া। তখন অবশ্য বেলজিয়ান তারকা ক্রিস্টেন ফ্লিপকিন্সকে সঙ্গে নিয়ে খেলতে নেমেছিলেন সানিয়া।

এবছর চারটি গ্র্যান্ডস্ল্যাম চার আলাদা সঙ্গী নিয়ে খেলেছেন সানিয়া। বছরের শুরুতে অস্ট্রেলিয়ান ওপেনে তাঁর সঙ্গী ছিলেন বার্বোরা স্ট্রাইকোভা। সেবার এরি হোজুমি ও মিউ কাতো জুটির কাছে হারতে হয়েছিল তাদের। আর ফরাসি ওপেনে সানিয়া খেলেছিলেন ইয়ারোস্লাভা শভেদোভাকে সঙ্গে করে। রোঁলা গারোঁতে শুরুতেই দাড়িয়া গাভ্রিলোভা ও আনস্তাসিয়া পাবলিউচেনকোভা জুটির কাছে হারতে হয় সানিয়াদের। গত মরশুমে কোর্টে দাপট দেখিয়েছিলেন সানিয়া-মার্টিনা ইন্দো-স্যুইস জুটি। সার্কিটে পাঁচটি টুর্নামেন্ট জিতেছিল এই জুটি। সানিয়া সব মিলিয়ে জিতেছিলেন ৮টি খেতাব। যার ফলে র্যাঙ্কিংয়ে এক নম্বরে উঠে এসেছিলেন সানিয়া। কিন্তু এবছর এখনও ভালো সঙ্গী খুঁজে পাননি এই ভারতীয় টেনিস তারকা। যার ফলে র্যাঙ্কিংয়ে ৯ নম্বরে নেমে গেছেন তিনি। এবছর ইউএস ওপেন জিতে র্যাঙ্কিংয়ে এগোনোই লক্ষ্য সানিয়ার। কিন্তু প্রাক্তন সঙ্গীর সামনে কাজটা সহজ নয় তাঁর।

প্রোটিয়াদের নায়ক কেভিন

নিউ ইয়র্ক, ৮ সেপ্টেম্বর: **দক্ষিণ আফ্রিকার টেনিসকে এক ধাক্কায় অনেকটা উপরে তুলে এনেছেন কেভিন আন্ডারসন। ইউএস ওপেনে ছেলেদের সিঙ্গেলস বিভাগে সেমি-ফাইনালে উঠে দেশে মহানায়কের মর্যাদা পাচ্ছেন তিনি। কোয়ার্টার ফাইনালে আমেরিকার ঘরের ছেলে স্যামকোয়েরিকে উড়িয়ে দিয়েছেন কেভিন। এরপরই তার প্রশংসায় পঞ্চমুখ টেনিস সাউথ আফ্রিকার প্রধান রিচার্ড গ্লোভার। এক সাক্ষাৎকারে তিনি জানিয়েছেন, 'এটি একটা দারুণ মুহূর্ত। আমাদের দেশের সংবাদপত্রে খেলার পাতায় দাপট দেখায় ফুটবল, ক্রিকেট ও রাগবি। এই পরিস্থিতিতে টেনিসকে শিরোনামে জায়গা পেতে দেখে আমরা বেশ খুশি।' এমনিতে প্রোটিয়া হলেও আদতে ফ্লোরিডার বাসিন্দা কেভিন। তাঁর জয়ের প্রভাব পড়ছে গ্লোভারের জীবনেও। তিনি জানিয়েছেন, 'কেভিন কোয়ার্টার ফাইনাল জেতার পর আমার ফোন প্রায় বিস্ফোরিত হয়ে গিয়েছিল। ক্রমাগত শুভেচ্ছাবার্তা এসেছে। এমনকি যারা নিয়মিতভাবে টেনিস দেখেন না তারাও এই ম্যাচটি নিয়ে উৎসাহিত ছিলেন।' সেমিফাইনালে কেভিনের প্রতিপক্ষ স্প্যানিশ টেনিস খেলোয়াড় পাবলো কারেনো বুস্তা। এই ম্যাচেও ঘরের ছেলের উপরেই বাজি ধরছেন দক্ষিণ আফ্রিকানরা।**

কলকাতায় বিশ্বকাপার... (উপরে) মোহনবাগান তাঁবুতে কার্লোস ভালদেরমা। তাঁর হাতে ক্লাবের জার্সি তুলে দিচ্ছেন মোহনবাগানের কর্তা সৃঞ্জয় বসু। (নীচে) এই কলম্বিয়ান বিশ্বকাপার ঘুরে দেখলেন ইডেনও। সেখানে তিনি পরিচিত হলেন সিএবি সভাপতি তথা ভারতের প্রাক্তন ক্রিকেট অধিনায়ক সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায়ের সঙ্গেও। সব মিলিয়ে ভালদেরমার কলকাতা সফর জমজমাট।

ক্যারিবিয়ান লিগে আশা জাগিয়ে রাখল নাইটরা

জামাইকা, ৮ সেপ্টেম্বর: ক্যারিবিয়ান প্রিমিয়ার লিগ জেতার আশা জিইয়ে রাখল ত্রিনবাগো নাইট রাইডার্স। দ্বিতীয় কোয়ালিফায়ারয়ে গায়ানা অ্যামাজন ওয়ারিয়র্সকে ৬ উইকেটে হারিয়ে ফাইনালে পৌঁছে গিয়েছে তারা।

এবারের ক্যারিবিয়ান লিগে গ্রুপ পর্যায়ের সেরা দল হয়েছে নাইটরা। যদিও প্রথম কোয়ালিফায়ারে তাদের হারিয়ে ফাইনালে পৌঁছেছে সেন্ট কিটস অ্যান্ড নেভিস প্যাট্রিয়ট। ফলে নিজেদের শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণ করার জন্য দ্বিতীয় কোয়ালিফায়ারকেই বেছে নিয়েছিলেন নাইটরা। এদিন টসে জিতে আগে বল করার সিদ্ধান্ত নেন তারা। ব্যাট হাতে শুরুটা ভালো হয়নি ওয়ারিয়র্সদের জন্য। সুনীল নারিনের দেখাদেখি সোহেল তানভিরকে (৮) দিয়ে ওপেন করানোর সিদ্ধান্ত পক্ষে যায়নি তাদের। এরপর একে একে প্যাভিলিয়নে ফেরেন লুক রঞ্চি (২৩) ও জেসন মহম্মদ (১০)। তবে রান পেয়েছেন ওপেনার চাঁদউইক ওয়াল্টন (৩৭)। তবে মূলত গজানন্দ সিং (৩৯) ও রোশন প্রিমুসের (৩৫*) ঝোড়ো ব্যাটিংয়ে ভর করে ১৫৯/৬ স্কোর করে ওয়ারিয়র্সরা। নারিন ও রাশফোর্ড বিটন ২টি করে এবং ডোয়েন ব্র্যাভো এবং জাভোন শিরলেস ১টি করে উইকেট নেন।

জবাবে ব্যাট করতে নেমে শুরুতেই নারিন (০) ও হামজা তারিকের (১০) উইকেট হারায় নাইটরা। এরপর কলিন মুনরো (৫৭*) ও ডারেন ব্র্যাভো (৪৩) নাইটদের শক্ত ভিতের উপর দাঁড় করিয়ে দেয়। বাকি কাজটা করেন ব্র্যাভো (১১) ও দীনেশ রামদিন (১৮*)। ২ ওভার বাকি থাকতেই ১৬০/৪ স্কোর করে ফাইনালে পৌঁছে যায় ক্যারিবিয়ান নাইটরা।

কানপুরে ম্যাচ করা নিয়ে জটিলতা, চাপে বিসিসিআই

মুম্বই, ৮ সেপ্টেম্বর: **ভারত বনাম নিউজিল্যান্ড তৃতীয় একদিনের ম্যাচ ঘিরে হওয়া জটিলতা চাপ বাড়াচ্ছে বিসিসিআইয়ের। সূচি অনুযায়ী আগামী ২৯ অক্টোবর কানপুরের গ্রিন পার্ক স্টেডিয়ামে খেলার কথা দুই পক্ষের। কিন্তু কানপুরের বদলে লখনউয়ে ম্যাচটি করতে আগ্রহী উত্তর প্রদেশ ক্রিকেট অ্যাসোসিয়েশনের কর্তারা।**

এবছর দলীপ ট্রফি খেলা হচ্ছে লখনউয়ের নতুন স্টেডিয়ামটিতে। যদিও সেখানে কাজ এখনও শেষ হয়নি। ফলে প্রয়োজনীয় পরিকাঠামো এবং সুযোগ-সুবিধা পাওয়া নিয়ে সমস্যা রয়েছে। যার ফলে আন্তর্জাতিক ম্যাচ আয়োজন করা সম্ভব নয় সেখানে। সবচেয়ে বড় কথা আন্তর্জাতিক ম্যাচ আয়োজনের জন্য আইসিসি'র প্রয়োজনীয় ছাড়পত্র পায়নি লখনউয়ের এই স্টেডিয়ামটি। কিন্তু উত্তর প্রদেশের ক্রিকেট কর্তাদের আশা দলীপ ট্রফির সাফল্য দেখিয়েই এই ম্যাচটি আয়োজন করা সম্ভব হবে।

শুধু ওয়ান ডেতেই নয়, কিউইয়ের বিরুদ্ধে তৃতীয় টি-২০ ম্যাচেও স্থান পরিবর্তন করতে হচ্ছে বিসিসিআইকে। সূচি অনুযায়ী ৭ নভেম্বর কটকের বারাবটি স্টেডিয়ামে মুখোমুখি হত দু'পক্ষ। কিন্তু ওড়িশার স্থানীয় অনুষ্ঠান বালি যাত্রার জন্য ম্যাচটি সরিয়ে নেওয়া হচ্ছে কোচিতে। ৪ নভেম্বর থেকে শুরু হবে বালি যাত্রা। ২০১৪ সালে ২ নভেম্বর হওয়া ভারত বনাম শ্রীলঙ্কা ওয়ান ডে ম্যাচ আয়োজন করতে গিয়ে বেশ সমস্যায় পড়েছিল উদ্যোক্তরা। তাই এবার এই সিদ্ধান্ত নিয়েছে বিসিসিআই।

নতুন উদ্যোগ বিরাট-গোয়েঙ্কার

স্টাফ রিপোর্টার: **ক্রিকেট ও ফুটবলের ফ্রাঞ্চাইজি ভিত্তিক লিগ আইপিএল ও আইএসএল'এ দল ছিল আগেই। এবার ভারতীয় ক্রীড়া ক্ষেত্রে আরও একধাপ এগোল আরপি-সঞ্জীব গোয়েঙ্কা গোষ্ঠী। ক্রীড়া ক্ষেত্রে তারা চালু করল আরপি-এসজি ইন্ডিয়ান স্পোর্টস অনার। তাদের এই উদ্যোগে সামিল হয়েছেন ভারতের ক্রিকেট অধিনায়ক বিরাট কোহলি এবং ব্যাডমিন্টনের জাতীয় কোচ পুল্লেলা গোপীচাঁদও। বিরাট জানিয়েছেন, 'ক্রীড়া ক্ষেত্রে ব্যাপক উন্নতি করেছে ভারত। কোনও একটি খেলায় নয়, সব দিক থেকে উন্নতি হয়েছে দেশের। তাই ক্রীড়াবিদদের সাফল্যকে সম্মানিত করার উদ্যোগ নিচ্ছি আমরা।'**

প্রকাশকএবংমুদ্রকটিদুর্গা রাও, স্বত্ত্বাধিকারী : আশিষলাহা, ৯৭/২, এম জি রোড, মিডিল পয়েন্ট, পোর্ট ব্লেয়ার-৭৪৪ ১০১ থেকেপ্রকাশিতএবংইকো প্রিন্টিং প্রেস, ডলিগঞ্জ, পোর্ট ব্লেয়ার-৭৪৪ ১০৩ থেকেমুদ্রিত, সম্পাদক : আশিস্লাহা*(পিআরবিআইন অনুযায়ীপ্রকাশিতসমস্তসংবাদেরজন্যদায়বদ্ধ)।
Printed and published by T Durga Rao, owned by Asish Laha and published from 97/2, M. G. Road, Middle Point, Port Blair-744 101 & printed at Echo Printing Press, Dollygunj, Port Blair-744 103. Editor : Asish Laha*(*responsible for selection of news under the PRB Act).